

সপ্তম অধ্যায়

বিষপান করে শিবের ব্রহ্মাণ্ড রক্ষা

সপ্তম অধ্যায়ের সারাংশ হচ্ছে—মন্দর পর্বত ধারণ করার জন্য ভগবান কূর্মরূপে আবির্ভূত হয়ে সমুদ্রের গভীরে প্রবেশ করেন। সমুদ্র-মহ্নের ফলে প্রথমে কালকূট বিষ উৎপন্ন হয়। এই বিষের ভয়ে সকলে অত্যন্ত ভীত হয়, কিন্তু শিব তা পান করে সকলকে আশ্বস্ত করেন।

দেবতা এবং দানবেরা সমুদ্র-মহ্নের ফলে উৎপন্ন অমৃত সমানভাবে ভাগ করে নেবেন, এই চুক্তি করে তাঁরা মহ্ন-রজ্জুরূপে বাসুকিকে নিয়ে এসেছিলেন। ভগবানের আয়োজনে অসুরেরা সর্পের অগ্রদেশ এবং দেবতারা তার পুচ্ছদেশ ধারণ করেন। তারপর তাঁরা মহা উদ্যমে মহ্নকার্য আরম্ভ করেন। যেহেতু মহ্ন-দণ্ডরূপ মন্দর পর্বতটি ছিল অত্যন্ত ভারী এবং জলে তার কোন আধার ছিল না, তাই সেটি সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছিল। তখন দেবতা ও দানবদের পৌরুষ নষ্ট হয়েছিল। ভগবান তখন কূর্মরূপ ধারণ করে মন্দর পর্বতকে তাঁর পিঠের উপর স্থাপন করেছিলেন। তখন মহাবেগে মহ্নকার্য শুরু হয়। মহ্নের ফলে প্রচুর পরিমাণে বিষ উৎপন্ন হয়। প্রজাপতিরা যখন দেখলেন যে, শিব ছাড়া সেই পরিস্থিতি থেকে অন্য আর কেউ তাঁদের রক্ষা করতে পারবেন না, তখন তাঁরা শিবের কাছে গিয়ে তত্ত্বপূর্ণ বাক্যের দ্বারা স্তব করেন। শিবের আর এক নাম আশুতোষ, কারণ কেউ ভক্ত হলে তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। তাই তিনি সমুদ্র-মহ্নোথিত বিষ পান করতে সহজেই সম্মত হন। শিব যখন এই বিষ পান করতে সম্মত হন, তখন শিবের পত্নী দুর্গা বা ভবানী একটুও বিচলিত হননি, কারণ তিনি শিবের শক্তি সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। বস্তুতপক্ষে শিব সম্মত হওয়ায় তিনি আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। তখন সেই ভয়ঙ্কর বিষ যা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, শিব তা একত্র করে হাতে নিয়ে পান করেছিলেন। সেই বিষ পানের ফলে তাঁর কণ্ঠ নীল হয়ে যায়। অল্প একটু বিষ তাঁর হাত থেকে মাটিতে পড়ে যায়, তা গ্রহণ করে সর্প, বৃশ্চিক, বিষাক্ত বৃক্ষ ইত্যাদি বিষধর হয়েছে।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

তে নাগরাজমামন্ত্য ফলভাগেন বাসুকিম্ ।

পরিবীয় গিরৌ তস্মিন্ নেত্রমক্টিং মুদাষ্বিতাঃ ।

আরেভিরে সুরাযত্তা অমৃতার্থে কুরুদ্বহ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; তে—তঁারা সকলে (দেবতা এবং দানবেরা); নাগ-রাজম্—নাগরাজ; আমন্ত্য—নিমন্ত্রণ করে অথবা অনুরোধ করে; ফল-ভাগেন—অমৃতের অংশ প্রদান করার প্রতিশ্রুতির দ্বারা; বাসুকিম্—বাসুকি নামক সর্পকে; পরিবীয়—প্রদক্ষিণ করে; গিরৌ—মন্দর পর্বত; তস্মিন্—তাকে; নেত্রম্—মস্থনরজ্জু; অক্টিম্—ক্ষীরসমুদ্র; মুদাষ্বিতাঃ—আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে; আরেভিরে—আরম্ভ করেছিলেন, সুরাঃ—দেবতাগণ; যত্তাঃ—মহা প্রয়াস সহকারে; অমৃত-অর্থে—অমৃত লাভের জন্য; কুরু-উদ্বহ—হে কুরুশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ! দেবতা এবং দানবেরা নাগরাজ বাসুকিকে নিমন্ত্রণ করে অমৃতের অংশ প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, তাকে রজ্জুরূপে মন্দর পর্বতে বেঁধে রাখলেন, মহা আনন্দে যত্ন সহকারে অমৃত উৎপাদনের জন্য ক্ষীরসাগর মস্থন করতে আরম্ভ করলেন।

শ্লোক ২

হরিঃ পুরস্তাজ্জগৃহে পূর্বং দেবাস্তুতোহভবন্ ॥ ২ ॥

হরিঃ—ভগবান অজিত; পুরস্তাৎ—সামনে থেকে; জগৃহে—গ্রহণ করেছিলেন; পূর্বম্—প্রথমে; দেবাঃ—দেবতাগণ; ততঃ—তারপর; অভবন্—বাসুকির অগ্রভাগ গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

ভগবান অজিত প্রথমে বাসুকির সম্মুখ ভাগ গ্রহণ করেছিলেন, এবং তারপর দেবতারা তঁাকে অনুসরণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩

তন্মৈচ্ছন্ দৈত্যপতয়ো মহাপুরুষচেষ্টিতম্ ।

ন গৃহীমো বয়ং পুচ্ছমহেরঙ্গমঙ্গলম্ ।

স্বাধ্যায়শ্রুতসম্পন্নাঃ প্রখ্যাতা জন্মকর্মভিঃ ॥ ৩ ॥

তৎ—সেই আয়োজন; ন ঐচ্ছন্—অনুমোদন না করে; দৈত্য-পতয়ঃ—দৈত্য অধিপতিগণ; মহাপুরুষ—ভগবানের; চেষ্টিতম্—প্রয়াস; ন—না; গৃহীমঃ—গ্রহণ করব; বয়ম্—আমরা (দৈত্যরা); পুচ্ছম্—পুচ্ছ; অহেঃ—সর্পের; অঙ্গম্—শরীরের অঙ্গ; অমঙ্গলম্—অমঙ্গলজনক, নিকৃষ্ট; স্বাধ্যায়—বেদ অধ্যয়ন; শ্রুত—এবং বৈদিক জ্ঞানের দ্বারা; সম্পন্নাঃ—সমর্ষিত; প্রখ্যাতাঃ—প্রসিদ্ধ; জন্ম-কর্মভিঃ—জন্ম এবং কর্মের দ্বারা।

অনুবাদ

দৈত্য অধিপতিরা বিবেচনা করেছিল, সর্পের পুচ্ছভাগ গ্রহণ করা অমঙ্গলজনক। তাই তারা ভগবান এবং দেবতাদের দ্বারা গৃহীত সর্পের অগ্রভাগ মঙ্গলজনক এবং মহিমাম্বিত বলে মনে করে তা গ্রহণ করতে চেয়েছিল। এইভাবে অসুরেরা, নিজেদের বৈদিক জ্ঞানে অত্যন্ত উন্নত এবং জন্ম ও কর্মের দ্বারা বিখ্যাত বলে মনে করে প্রতিবাদ করেছিল যে, তারা সর্পের অগ্রভাগ ধারণ করবে।

তাৎপর্য

দানবেরা মনে করেছিল যে, সর্পের সম্মুখভাগ মঙ্গলজনক এবং তা ধারণ করা অধিক বীরত্বপূর্ণ। অধিকন্তু, দৈত্যরা সর্বদাই দেবতাদের বিপরীত আচরণ করে। সেটিই তাদের স্বভাব। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তা দেখতে পাই। আমরা গোরক্ষা সমর্থন করছি এবং মানুষকে অধিক দুধ পান করতে এবং দুগ্ধজাত সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য আহার করতে অনুপ্রাণিত করছি, কিন্তু দৈত্যরা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করার জন্য গোহত্যা করছে এবং গোমাংস আহার করছে। তারা দাবি করে যে, তারা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে অত্যন্ত উন্নত, যা এখানে স্বাধ্যায়শ্রুতসম্পন্নাঃ শব্দটির দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। তাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অনুসারে তারা বলে যে, দুধপান করা অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং গোহত্যা করে গোমাংস আহার করা অত্যন্ত পুষ্টিকর। এই মতবিভেদ চিরকাল থাকবে। বস্তুতপক্ষে, পুরাকাল থেকেই তা চলে আসছে। লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে সেই বিরোধ ছিল। অসুরেরা,

তাদের তথাকথিত বেদ অধ্যয়নের ফলে, সর্পের অগ্রভাগ ধারণ করা শ্রেয়স্কর বলে মনে করেছিল। ভগবান সর্পের বিপজ্জনক অগ্রভাগ ধারণ করে, নিরাপদ পুচ্ছভাগ অসুরদের ধারণ করতে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের এই প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের ফলে, অসুরেরা সর্পের অগ্রভাগ গ্রহণ করা সম্মানজনক বলে মনে করেছিল। দেবতারা যদি বিষপান করত, তা হলে দৈত্যরা স্থির করত, “আমরাও কেন সেই বিষ পান করব না এবং সেই বিষ পানের দ্বারা মহিমাম্বিত মৃত্যু বরণ করব না?”

এই প্রসঙ্গে স্বাধ্যায়শ্রুতসম্পন্নাঃ প্রখ্যাতা জন্মকর্মভিঃ পদটি সম্পর্কে আর একটি প্রশ্নের উদয় হতে পারে। কেউ যদি প্রকৃতপক্ষে বৈদিক জ্ঞানে উন্নত হন, শাস্ত্রসম্মত কার্য অনুষ্ঠান করার ফলে প্রসিদ্ধ হন এবং সম্ভ্রান্ত কূলে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তা হলে তাঁকে কেন অসুর বলা হবে? তার উত্তর হচ্ছে যে, কেউ অতি উচ্চশিক্ষিত হতে পারে এবং সম্ভ্রান্ত কূলে জন্মগ্রহণ করতে পারে, কিন্তু সে যদি নাস্তিক হয়, সে যদি ভগবানের উপদেশ না শোনে, তা হলে সে একটি অসুর। ইতিহাসে হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কংস আদি বহু উচ্চশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভূত অতি শক্তিশালী এবং বীরত্বপূর্ণ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত রয়েছে, যারা ভগবানকে অবজ্ঞা করার ফলে রাক্ষস বা অসুর নামে কুখ্যাতি লাভ করেছে। কেউ অত্যন্ত বিদ্বান হতে পারে, কিন্তু তার যদি কৃষ্ণভক্তি না থাকে, ভগবানের প্রতি আনুগত্য না থাকে, তা হলে সে একটি অসুর। সেই কথা ভগবদ্গীতায় (৭/১৫) ভগবান স্বয়ং বর্ণনা করেছেন—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।

মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাস্রিতাঃ ॥

“মূঢ়, নরাধম, মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে এবং যারা আসুরিক ভাবসম্পন্ন, সেই সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা কখনও আমার শরণাগত হয় না।” আসুরং ভাবম্ শব্দের অর্থ হচ্ছে, ভগবানের অস্তিত্ব বা ভগবানের দিব্য উপদেশ স্বীকার না করা। ভগবদ্গীতা স্বয়ং ভগবানের উপদেশ সমন্বিত। কিন্তু অসুরেরা সরাসরিভাবে সেই উপদেশ গ্রহণ না করে তাদের মনগড়া ভাষ্য রচনা করে এবং সকলকে বিপথে পরিচালিত করে, যার ফলে তাদের মঙ্গল হয় না এবং যারা তাদের অনুসরণ করে, তাদেরও মঙ্গল হয় না। তাই নাস্তিক অসুরদের সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা অনুসারে, নাস্তিক অসুর যদি অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিতও হয়, তবুও তাকে একজন মূঢ়, নরাধম এবং মায়য়াপহৃতজ্ঞান বলে বিবেচনা করতে হবে।

শ্লোক ৪

ইতি তৃষ্ণীং স্থিতান্ দৈত্যান্ বিলোক্য পুরুষোত্তমঃ ।

স্ময়মানো বিসৃজ্যাগ্রং পুচ্ছং জগ্রাহ সামরঃ ॥ ৪ ॥

ইতি—এইভাবে; তৃষ্ণীম্—মৌনভাবে; স্থিতান্—অবস্থিত; দৈত্যান্—দৈত্যদের; বিলোক্য—দর্শন করে; পুরুষ-উত্তমঃ—ভগবান; স্ময়মানঃ—ঈষৎ হেসে; বিসৃজ্য—ত্যাগ করে; অগ্রম্—সর্পের সম্মুখভাগ; পুচ্ছম্—পুচ্ছদেশ; জগ্রাহ—গ্রহণ করেছিলেন; স-অমরঃ—দেবতাগণ সহ।

অনুবাদ

দেবতাদের আচরণে অসন্তোষ প্রকাশ করে দৈত্যেরা তখন মৌনভাব অবলম্বন করেছিল। দৈত্যদের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে, ভগবান ঈষৎ হেসে সর্পের সম্মুখভাগ পরিত্যাগ করে দেবতাগণ সহ বাসুকির পুচ্ছদেশ গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৫

কৃতস্থানবিভাগাস্তু এবং কশ্যপনন্দনাঃ ।

মমন্তুঃ পরমং যত্তা অমৃতার্থং পয়োনিধিম্ ॥ ৫ ॥

কৃত—সম্বয় সাধন করে; স্থান-বিভাগাঃ—কে কোন্ স্থান ধারণ করবে তা বিভাগ করে; তে—তঁারা; এবম্—এইভাবে; কশ্যপ-নন্দনাঃ—কশ্যপের পুত্রগণ (দেবতা এবং দানবগণ); মমন্তুঃ—মহন করেছিলেন; পরমম্—মহা; যত্তাঃ—যত্ন সহকারে; অমৃত-অর্থম্—অমৃত লাভের জন্য; পয়ঃ-নিধিম্—ক্ষীরসমুদ্র।

অনুবাদ

কে সর্পের কোন্ অংশ ধারণ করবে তার স্থান বিভাগ করে কশ্যপের পুত্র দেবতা এবং দানবেরা মহা উদ্যম সহকারে অমৃত লাভের জন্য সমুদ্র মহন করতে লাগলেন।

শ্লোক ৬

মথ্যমানেহর্গবে সোহদ্রিরনাধারো হ্যপোহবিশৎ ।

প্রিয়মাণোহপি বলিভির্গৌরবাৎ পাণ্ডুনন্দন ॥ ৬ ॥

মথ্যমানে—যখন মন্থন হচ্ছিল; অর্ণবে—ক্ষীরসমুদ্রে; সঃ—তা; অদ্রিঃ—পর্বত; অনাধারঃ—আধারবিহীন; হি—বস্তুতপক্ষে; অপঃ—জলে; অবিশং—নিমজ্জিত হয়েছিল; প্রিয়মাণঃ—ধৃত; অপি—সত্ত্বেও; বলিভিঃ—বলবান দেবতা এবং দানবদের দ্বারা; গৌরবাৎ—অত্যন্ত ভারী হওয়ার ফলে; পাণ্ডুনন্দন—হে পাণ্ডুবংশধর মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে পাণ্ডুনন্দন, মন্দর পর্বতকে মন্থনদণ্ড করে যখন এইভাবে ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করা হচ্ছিল, তখন তার কোন আধার ছিল না, এবং তাই বলিষ্ঠ দেবতা এবং দানবগণ কর্তৃক ধৃত হওয়া সত্ত্বেও, অত্যন্ত ভারী হওয়ার ফলে তা সাগরের জলে নিমজ্জিত হয়েছিল।

শ্লোক ৭

তে সুনির্বিগ্নমনসঃ পরিল্লানমুখশ্রিয়ঃ ।

আসন্ স্বপৌরুষে নষ্টে দৈবেনাতিবলীয়সা ॥ ৭ ॥

তে—তারা সকলে (দেবতা ও দানবগণ); সুনির্বিগ্ন-মনসঃ—অত্যন্ত বিষণ্ণ চিত্ত; পরিল্লান—ল্লান; মুখ-শ্রিয়ঃ—মুখের সৌন্দর্য; আসন্—হয়েছিল; স্ব-পৌরুষে—তাদের নিজেদের বল; নষ্টে—বিনষ্ট হলে; দৈবেন—দৈব কর্তৃক; অতি-বলীয়সা—অত্যন্ত বলবান।

অনুবাদ

দৈব বলে পর্বত নিমজ্জিত হওয়ায়, দেবতা এবং দানবেরা অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েছিলেন, এবং তাঁদের মুখশ্রী ল্লান হয়েছিল।

শ্লোক ৮

বিলোক্য বিঘ্নেশবিধিং তদেশ্বরো

দুরন্তবীর্যোহবিতথাভিসন্ধিঃ ।

কৃত্বা বপুঃ কচ্ছপমদ্ভুতং মহৎ

প্রবিশ্য তোয়ং গিরিমুজ্জহার ॥ ৮ ॥

বিলোক্য—দর্শন করে; বিঘ্ন—বিঘ্ন (পর্বত নিমজ্জমান); ঈশ-বিধিম্—দৈবের আয়োজনে; তদা—তখন; ঈশ্বরঃ—ভগবান; দুরন্ত-বীর্যঃ—অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন;

অবিতথ—অচ্যুত; অভিসন্ধিঃ—যাঁর সঙ্কল্প; কৃতা—বিস্তার করে; বপুঃ—শরীর;
কচ্ছপম্—কূর্ম; অদ্ভুতম্—অদ্ভুত; মহৎ—অতি বিশাল; প্রবিশ্য—প্রবেশ করে;
তোয়ম্—জলে; গিরিম্—পর্বত (মন্দর); উজ্জহার—উত্তোলন করেছিলেন।

অনুবাদ

বিধিসৃষ্ট সেই পরিস্থিতি দর্শন করে, সেই অপার শক্তিশালী, সত্যসঙ্কল্প ভগবান
কূর্মরূপ ধারণ করে জলে প্রবেশ করেছিলেন, এবং সেই বিশাল মন্দর পর্বতকে
উত্তোলন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান যে সব কিছুর পরম নিয়ন্তা এটি তার একটি প্রমাণ। আমরা পূর্বে বর্ণনা
করেছি যে, দুই প্রকার মানুষ রয়েছে—অসুর এবং দেবতা, কিন্তু তাঁরা কেউই পরম
শক্তিশালী নন। সকলেই দেখতে পায় যে, তাঁদেরও বিধি কর্তৃক বিঘ্নের সম্মুখীন
হতে হয়। অসুরেরা এই সমস্ত বিঘ্নকে আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা বলে
মনে করে, কিন্তু ভক্তরা তাদের পরম নিয়ন্তার কার্য বলে মনে করেন। তাই ভক্তরা
যখন বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হন, তখন তাঁরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন।
তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্। ভক্তেরা বাধা-বিঘ্নকে
ভগবানের ইচ্ছা এবং আশীর্বাদরূপে জেনে তা সহ্য করেন। কিন্তু অসুরেরা পরম
নিয়ন্তাকে না জানার ফলে, বাধাবিঘ্নকে আকস্মিক ঘটনা বলে মনে করে। এখানে
অবশ্য ভগবান স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। তাঁর ইচ্ছাক্রমে এই বিঘ্ন উপস্থিত হয়েছিল,
এবং তাঁর ইচ্ছার দ্বারাই সেই বিঘ্ন দূর হয়। ভগবান কূর্মরূপে আবির্ভূত হয়ে
সেই বিশাল পর্বত ধারণ করেছিলেন। ক্ষিতিরিহ বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে।
ভগবান সেই বিশাল পর্বতকে তাঁর পৃষ্ঠে ধারণ করেছিলেন। কেশব ধৃতকূর্মশরীর
জয় জগদীশ হরে। ভগবান বিপদের সৃষ্টি করতে পারেন এবং সেগুলি দূরও
করতে পারেন। ভক্তেরা তা জানেন কিন্তু অসুরেরা তা বুঝতে পারে না।

শ্লোক ৯

তমুখিতং বীক্ষ্য কুলাচলং পুনঃ

সমুদ্যতা নির্মথিতুং সুরাসুরাঃ ।

দধার পৃষ্ঠেন স লক্ষযোজন-

প্রস্তারিণা দ্বীপ ইবাপরো মহান্ ॥ ৯ ॥

তম্—সেই পর্বত; উখিতম্—উখিত; বীক্ষ্য—দেখে; কুলাচলম্—মন্দর পর্বত; পুনঃ—পুনরায়; সমুদ্যতাঃ—উৎসাহিত; নিৰ্মথিতুম্—ক্ষীরসমুদ্র মস্থন করতে; সুর-অসুরাঃ—দেবতা এবং দানবেরা; দধার—বহন করেছিল; পৃষ্ঠেন—পৃষ্ঠের দ্বারা; সঃ—ভগবান; লক্ষ-যোজন—এক লক্ষ যোজন (আট লক্ষ মাইল); প্রস্তারিণা—বিস্তৃত; দ্বীপঃ—এক বিশাল দ্বীপ; ইব—সদৃশ; অপরঃ—অন্য; মহান্—বিশাল।

অনুবাদ

দেবতা এবং দানবেরা মন্দর পর্বতকে উখিত দেখে পুনরায় মস্থন করতে উদ্যত হয়েছিলেন। ভগবান এক লক্ষ যোজন বিস্তৃত একটি বিশাল দ্বীপের মতো তাঁর পৃষ্ঠে সেই পর্বত ধারণ করেছিলেন।

শ্লোক ১০

সুরাসুরৈর্দ্রেভুজবীৰ্যবেপিতং

পরিভ্রমন্তং গিরিমঙ্গ পৃষ্ঠতঃ ।

বিভ্রং তদাবর্তনমাদিকচ্ছপো

মেনেহঙ্গকণ্ডুয়নমপ্রমেয়ঃ ॥ ১০ ॥

সুর-অসুর-ইন্দ্রেঃ—দেবতা এবং অসুর নায়কদের দ্বারা; ভুজ-বীৰ্য—তাঁদের বাহুবলের দ্বারা; বেপিতম্—কম্পিত; পরিভ্রমন্তম্—আবর্তন; গিরিম্—পর্বত; অঙ্গ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; পৃষ্ঠতঃ—তাঁর পৃষ্ঠে; বিভ্রং—বহন করেছিলেন; তৎ—তার; আবর্তনম্—আবর্তন; আদি-কচ্ছপঃ—আদি কূর্মের; মেনে—বিবেচনা করেছিলেন; অঙ্গ-কণ্ডুয়নম্—অঙ্গে সুখকর কণ্ডুয়ন; অপ্রমেয়ঃ—অসীম।

অনুবাদ

হে রাজন্, যখন দেবতা এবং দানবেরা তাঁদের বাহুবলের দ্বারা সেই অদ্ভুত কূর্মের পৃষ্ঠে ধৃত মন্দর পর্বতকে ঘূর্ণিত করছিলেন, তখন সেই কূর্ম সেই পর্বতের আবর্তনকে তাঁর অঙ্গ-কণ্ডুয়নের মতো সুখকর বলে মনে করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান সর্বদাই অসীম। যদিও তিনি কূর্মরূপে তাঁর পৃষ্ঠে বিশালতম মন্দর পর্বত ধারণ করেছিলেন, তবুও তিনি কোন অসুবিধা অনুভব করেননি। পক্ষান্তরে, তিনি আপাতদৃষ্টিতে একটু চুলকানি অনুভব করেছিলেন, এবং মন্দর পর্বতের আবর্তন তাঁর কাছে সুখকর বলে মনে হয়েছিল।

শ্লোক ১১

তথাসুরানাবিশদাসুরেণ

রূপেণ তেষাং বলবীৰ্যমীরয়ন্ ।

উদীপয়ন্ দেবগণাংশ্চ বিষ্ণু-

দৈবেন নাগেন্দ্রমবোধরূপঃ ॥ ১১ ॥

তথা—তারপর; অসুরান্—অসুরদের; আবিশৎ—প্রবিষ্ট হয়েছিলেন; আসুরেন—রজোগুণের দ্বারা; রূপেণ—এই রূপে; তেষাম্—তাদের; বল-বীৰ্যম্—বল এবং বীৰ্য; ঈরয়ন্—বর্ধিত করে; উদীপয়ন্—অনুপ্রাণিত করে; দেব-গণান্—দেবতাদের; চ—ও; বিষ্ণুঃ—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; দৈবেন—সত্ত্বরূপের দ্বারা; নাগেন্দ্রম্—নাগরাজ বাসুকিকে; অবোধ-রূপঃ—তমোগুণের দ্বারা।

অনুবাদ

তারপর ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁদের অনুপ্রাণিত করার জন্য এবং বলবীৰ্য বৃদ্ধি করার জন্য অসুরদের মধ্যে রজোগুণরূপে, দেবতাদের মধ্যে সত্ত্বগুণরূপে এবং বাসুকিতে তমোগুণরূপে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে প্রত্যেকেই গুণের অধীন। মন্দর পর্বত মত্নে তিনটি বিভিন্ন দল ছিল। দেবতারা ছিলেন সত্ত্বগুণে, অসুরেরা ছিল রজোগুণে এবং বাসুকি ছিল তমোগুণে। যেহেতু তাঁরা সকলেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছিলেন (বাসুকি তো মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল), তাই তাঁদের সমুদ্র-মত্নের কার্য করে যাওয়ার জন্য বিষ্ণু তাঁদের মধ্যে যথাক্রমে সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন।

শ্লোক ১২

উপর্যগেন্দ্রং গিরিরাড়িবান্য

আক্রম্য হস্তেন সহস্রবাহুঃ ।

তস্মৈ দিবি ব্রহ্মভবেন্দ্রমুখৈ-

রভিষ্টুবক্তিঃ সূমনোহভিবৃষ্টঃ ॥ ১২ ॥

উপরি—উপরে; অগেদ্রম্—বিশাল পর্বত; গিরি-রাট্—পর্বতের রাজা; ইব—সদৃশ; অন্যঃ—অন্য; আক্রম্য—ধরে; হস্তেন—হস্তের দ্বারা; সহস্র-বাহুঃ—হাজার হাজার বাহু প্রদর্শন করে; তস্থৌ—অবস্থিত; দিবি—আকাশে; ব্রহ্ম—ব্রহ্মা; ভব—শিব; ইন্দ্র—দেবরাজ ইন্দ্র; মুখ্যঃ—প্রমুখ; অভিস্টুবত্তিঃ—ভগবানকে প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন; সুমনঃ—ফুলের দ্বারা; অভিবৃষ্টঃ—বৃষ্টির দ্বারা।

অনুবাদ

হাজার হাজার বাহু সমন্বিত হয়ে, ভগবান তখন মন্দর পর্বতের উপর আর একটি বিশাল পর্বতের মতো প্রকাশিত হলেন এবং এক হস্তের দ্বারা মন্দর পর্বত ধারণ করেছিলেন। স্বর্গলোকে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ সহ ব্রহ্মা এবং শিব ভগবানকে প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন এবং তাঁরা তাঁর উপর পুষ্প বর্ষণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

মন্দর পর্বতকে যখন উভয় দিক থেকে আকর্ষণ করা হচ্ছিল, তখন পর্বতের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ভগবান আর একটি বিশাল পর্বতের মতো সেই পর্বতের শিখরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ইন্দ্র আদি দেবতারা তখন তাঁদের কায়বুহ বিস্তার করে ব্রহ্মা, শিব সহ ভগবানের উপর পুষ্পবৃষ্টি করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

উপর্যধশ্চাত্বনি গোত্রনেত্রয়োঃ

পরেণ তে প্রাবিশতা সমেধিতাঃ ।

মমধুরন্ধিং তরসা মদোৎকটা

মহাদ্রিণা ক্ষোভিতনক্রচক্রম্ ॥ ১৩ ॥

উপরি—উপরিভাগে; অধঃ চ—এবং অধঃদেশে; আত্বনি—অসুর এবং দেবতাদের; গোত্র-নেত্রয়োঃ—পর্বত ও বন্ধনরজ্জু বাসুকিকে; পরেণ—ভগবান; তে—তাঁরা; প্রাবিশতা—তাঁদের ভিতরে প্রবিষ্ট হয়ে; সমেধিতাঃ—অত্যন্ত বিষ্ফুরক; মমধু—মহন করেছিলেন; অন্ধিম্—ক্ষীরসমুদ্র; তরসা—মহাবল সহকারে; মদ-উৎকটাঃ—মদোন্মত্ত হয়ে; মহা-অদ্রিণা—বিশাল মন্দর পর্বত দ্বারা; ক্ষোভিত—ক্ষুব্ধ; নক্র-চক্রম্—জলের সমস্ত কুমিরদের।

অনুবাদ

পর্বতের উপরিভাগে ও অধঃদেশে বিরাজমান এবং দেবতা, দৈত্য, বাসুকি ও পর্বতের মধ্যেও প্রবিষ্ট ভগবানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, দেবতা ও দানবেরা অমৃতের জন্য উন্মত্তের মতো কার্য করতে লাগলেন। দেবতা এবং অসুরদের বালের দ্বারা ক্ষীরসমুদ্র এতই ক্ষোভিত হয়েছিল যে, জলের সমস্ত কুমিরেরা তখন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমুদ্রের মন্থনকার্য এইভাবে চলতে লাগল।

শ্লোক ১৪

অহীন্দ্রসাহস্রকঠোরদৃঙ্মুখ-

শ্বাসান্নিধূমাহতবর্চসোহসুরাঃ ।

পৌলোমকালেয়বলীল্লাদয়ো

দাবান্নিদন্ধাঃ সরলা ইবাভবন্ ॥ ১৪ ॥

অহীন্দ্র—নাগরাজের; সাহস্র—হাজার হাজার; কঠোর—অত্যন্ত কঠিন; দৃঙ্—সমস্ত দিক; মুখ—মুখের দ্বারা; শ্বাস—নিঃশ্বাস মিশ্রিত; অগ্নি—অগ্নি; ধূম—ধূস্র; আহত—প্রভাবিত হয়ে; বর্চসঃ—কিরণের দ্বারা; অসুরাঃ—অসুরগণ; পৌলোম—পৌলোম; কালেয়—কালেয়; বলি—বলি; ইল্লল—ইল্লল; আদয়ঃ—প্রমুখ; দব-অগ্নি—দাবানল; দন্ধাঃ—দন্ধ; সরলাঃ—সরল বৃক্ষ; ইব—সদৃশ; অভবন্—হয়েছিল।

অনুবাদ

বাসুকির সহস্র নেত্র এবং মুখ ছিল। সেই মুখ থেকে তার নিঃশ্বাসের সঙ্গে ধূম এবং অগ্নি নির্গত হচ্ছিল, যা পৌলোম, কালেয়, বলি, ইল্লল আদি অসুরদের প্রভাবিত করেছিল। তারা তখন দাবানল-দন্ধ সরল বৃক্ষের মতো নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল।

শ্লোক ১৫

দেবাংশ্চ তচ্ছাসশিখাহতপ্রভান্

ধূম্রাস্বরশ্বরকঙ্কাননান্ ।

সমভ্যবর্ষন্ ভগবদ্বশা ঘনা

ববুঃ সমুদ্রোর্ম্যুপগূঢ়বায়বঃ ॥ ১৫ ॥

দেবান্—দেবতাগণ; চ—ও; তৎ—বাসুকির; শ্বাস—নিঃশ্বাস থেকে; শিখা—
অগ্নিশিখার দ্বারা; হত—প্রভাবিত হয়ে; প্রভান্—তাদের অঙ্গপ্রভা; ধূম—ধূম;
অম্বর—বস্ত্র; ষক্-বর—শ্রেষ্ঠ মালা; কঞ্চুক—অলঙ্কার; আননান্—এবং মুখ;
সমভ্যবর্ষন্—যথেষ্ট পরিমাণে বর্ষিত হয়েছিল; ভগবৎ-বশাঃ—ভগবানের
নিয়ন্ত্রণাধীনে; ঘনাঃ—মেঘ; ববুঃ—প্রবাহিত হয়েছিল; সমুদ্র—ক্ষীরসমুদ্রের; উর্মি—
তরঙ্গ থেকে; উপগূঢ়—জলকণা বহন করে; বায়বঃ—বায়ু।

অনুবাদ

দেবতারাও বাসুকির অগ্নিশিখাময় নিঃশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন—তাদের
দেহের প্রভা মলিন হয়েছিল, এবং তাদের বস্ত্র, মালা, অস্ত্র এবং মুখ ধূমের দ্বারা
কালিমায় আচ্ছন্ন হয়েছিল। কিন্তু ভগবানের কৃপায় দেবতাদের স্বস্তি প্রদানের
জন্য সমুদ্রের উপরে মেঘ আবির্ভূত হয়ে মুষলধারায় বারি বর্ষণ করতে থাকে,
এবং সমুদ্র-তরঙ্গের জলকণা বহন করে মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হতে থাকে।

শ্লোক ১৬

মথ্যমানাৎ তথা সিন্ধোদেবাসুরবরুথপৈঃ ।

যদা সুধা ন জায়েত নির্মমন্তাজিতঃ স্বয়ম্ ॥ ১৬ ॥

মথ্যমানাৎ—যথেষ্টভাবে মথিত হয়ে; তথা—এইভাবে; সিন্ধোঃ—ক্ষীরসমুদ্র থেকে;
দেব—দেবতাদের; অসুর—এবং অসুরদের; বরুথ-পৈঃ—শ্রেষ্ঠতমের দ্বারা; যদা—
যখন; সুধা—অমৃত; ন জায়েত—উৎপন্ন হল না; নির্মমন্ত্—মহন করেছিলেন;
অজিতঃ—ভগবান অজিত; স্বয়ম্—স্বয়ং।

অনুবাদ

শ্রেষ্ঠ দেবতা এবং অসুরদের দ্বারা এত প্রয়াস সত্ত্বেও যখন ক্ষীরসমুদ্র থেকে অমৃত
উৎপন্ন হল না, তখন ভগবান অজিত স্বয়ং সমুদ্র মহন করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ১৭

মেঘশ্যামঃ কনকপরিধিঃ কর্ণবিদ্যোতবিদ্যু-

ন্মুর্ধ্বিলাজদ্বিলুলিতকচঃ শঙ্করো রক্তনেত্রঃ ।

জৈত্রৈর্দোর্ভিজগদভয়দৈর্দন্দশূকং গৃহীত্বা

মথ্ণন্ মথ্ণা প্রতিগিরিরিবাশোভতাথো ধৃতাদ্রিঃ ॥ ১৭ ॥

মেঘ-শ্যামঃ—মেঘের মতো শ্যামবর্ণ; কনক-পরিধিঃ—পীত বসন পরিহিত; কর্ণ—কানে; বিদ্যোত-বিদ্যুৎ—যাঁর কর্ণকুণ্ডল বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল; মূর্ধ্নি—মস্তকে; ভ্রাজৎ—দীপ্তিশীল; বিলুলিত—আলুলায়িত; কচঃ—কেশ; স্ক-ধরঃ—ফুলমালা শোভিত; রক্ত-নেত্রঃ—আরক্তিম নেত্র; জৈত্রৈঃ—বিজয়সূচক; দোৰ্ভিঃ—বাহু সমন্বিত; জগৎ—জগৎ; অভয়-দৈঃ—অভয়প্রদ; দন্দশূকম্—সর্প (বাসুকি); গৃহীত্বা—গ্রহণ করে; মগ্নন্—মগ্নন করে; মগ্না—মন্দর পর্বতরূপ মগ্ননদণ্ডের দ্বারা; প্রতিগিরিঃ—অন্য আর একটি পর্বত; ইব—সদৃশ; অশোভত—তিনি শোভা পাচ্ছিলেন; অথো—তখন; ধৃত-অদ্রিঃ—পর্বত ধারণ করে।

অনুবাদ

মেঘের মতো শ্যামবর্ণ, পীতবাস, কর্ণে বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল কর্ণকুণ্ডল, আলুলায়িত কেশ, বনমালী এবং কমলনয়ন ভগবান জগতের অভয়প্রদ বাহুসমূহের দ্বারা বাসুকিকে গ্রহণপূর্বক মন্দর পর্বত ধারণ করে মগ্নন করতে শুরু করেছিলেন। তখন তিনি ইন্দ্রনীল পর্বতের মতো শোভা পাচ্ছিলেন।

শ্লোক ১৮

নির্মথ্যমানাদুদধেরভূদ্বিষং

মহোন্মত্তং হালহলাহুমগ্রতঃ ।

সংভ্রান্তমীনোন্মকরাহিকচ্ছপাৎ

তিমিদ্ধিপগ্রাহতিমিঙ্গিলাকুলাৎ ॥ ১৮ ॥

নির্মথ্যমানাৎ—যখন মগ্ননকার্য চলছিল; উদধেঃ—সমুদ্র থেকে; অভূৎ—হয়েছিল; বিষম্—বিষ; মহা-উন্মত্তম্—অতি ভীষণ; হালহল-আহুম্—হালহল নামক; অগ্রতঃ—প্রথমে; সংভ্রান্ত—বিস্কুদ্ধ হয়ে ইতস্তত গতিশীল; মীন—বিভিন্ন প্রকার মৎস্য; উন্মকর—মকর; অহি—বিভিন্ন প্রকার সর্প; কচ্ছপাৎ—এবং বিভিন্ন প্রকার কচ্ছপ; তিমি—তিমি; দ্বিপ—জলহস্তী; গ্রাহ—কুমির; তিমিঙ্গিল—তিমিঙ্গিল; আকুলাৎ—অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে।

অনুবাদ

মৎস্য, মকর, কচ্ছপ, সর্পগণ অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়েছিল, এবং তিমি, জলহস্তী, কুমির ও তিমিঙ্গিল (বিশাল তিমি যা ছোট তিমিদের গিলে খায়) অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে

জলের উপরিভাগে ভেসে উঠেছিল। যখন এইভাবে সমুদ্র মথিত হচ্ছিল, তখন প্রথমে অতি ভীষণ হালহল নামক বিষ উথিত হয়েছিল।

শ্লোক ১৯

তদুগ্রবেগং দিশি দিশ্যুপৰ্যধো

বিসৰ্পদুৎসৰ্পদসহ্যমপ্রতি ।

ভীতাঃ প্রজা দুদ্ৰবুরঙ্গ সেশ্বরা

অরক্ষ্যমাণাঃ শরণং সদাশিবম্ ॥ ১৯ ॥

তৎ—তা; উগ্র-বেগম্—অতি উগ্র এবং ভয়ানক বিষ; দিশি দিশি—সর্বদিকে; উপরি—উপরিভাগে; অধঃ—অধঃভাগে; বিসৰ্পৎ—বক্রভাবে; উৎসৰ্পৎ—উর্ধ্বগামী হয়ে; অসহ্যম্—অসহ্য; অপ্রতি—অদম্য; ভীতাঃ—অত্যন্ত ভয়ভীত হয়ে; প্রজাঃ—ত্রিলোকের প্রজাসকল; দুদ্ৰবুঃ—ইতস্তত গতিশীল হয়েছিল; অঙ্গ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; স-ঈশ্বরাঃ—ভগবান সহ; অরক্ষ্যমাণাঃ—রক্ষিত না হয়ে; শরণম্—আশ্রয়; সদাশিবম্—শিবের চরণকমলে।

অনুবাদ

হে রাজন্, সেই দুর্দমনীয় বিষ যখন মহাবেগে উপরে এবং নিচে সর্বদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, তখন সমস্ত দেবতারা নিরাশ্রয় এবং অত্যন্ত ভয়ভীত হয়ে ভগবানকে সঙ্গে নিয়ে সদাশিবের শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, ভগবান স্বয়ং যখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তখন তিনি স্বয়ং সেই পরিস্থিতির প্রতিকার না করে, কেন তিনি দেবতা এবং জনসাধারণের সঙ্গে সদাশিবের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। এই প্রশ্নে শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন—

রুদ্রস্য যশসোহর্থায় স্বয়ং বিষ্ণুর্বিষং বিভুঃ ।

ন সঞ্জহে সমর্থোহপি বায়ুং চোচে প্রশান্তয়ে ॥

ভগবান শ্রীবিষ্ণু সেই পরিস্থিতির প্রতিকার করতে পারতেন, কিন্তু শিবকে কৃতিত্ব দেওয়ার জন্য ভগবান স্বয়ং সেই পরিস্থিতির প্রতিকার করেননি। শিব পরে সেই বিষ পান করে তাঁর কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন।

শ্লোক ২০

বিলোক্য তং দেববরং ত্রিলোক্যা
 ভবায় দেব্যাভিমতং মুনীনাম্ ।
 আসীনমদ্রাবপবর্গহেতো-
 স্তপো জুষাণং স্তুতিভিঃ প্রণেমুঃ ॥ ২০ ॥

বিলোক্য—দর্শন করে; তম্—তাকে; দেব-বরম্—দেবশ্রেষ্ঠ; ত্রি-লোক্যাঃ—ত্রিভুবনের; ভবায়—সমৃদ্ধির জন্য; দেব্যা—তঁার পত্নী ভবানী সহ; অভিমতম্—স্বীকৃত; মুনীনাম্—মহর্ষিদের দ্বারা; আসীনম্—একত্রে উপবিষ্ট; অদ্রৌ—কৈলাস পর্বতের উপর থেকে; অপবর্গ-হেতোঃ—মুক্তির বাসনায়; তপঃ—তপস্যা; জুষাণম্—সেবিত; স্তুতিভিঃ—স্তবের দ্বারা; প্রণেমুঃ—সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

অনুবাদ

দেবতারা শিবকে তঁার পত্নী ভবানী সহ কৈলাস পর্বতের শিখরে ত্রিভুবনের সমৃদ্ধির জন্য তপস্যারত দর্শন করেছিলেন। মহান ঋষিরা মুক্তি লাভের বাসনায় তঁার আরাধনা করছিলেন। দেবতারা তাকে তাঁদের প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এবং গভীর শ্রদ্ধা সহকারে তঁার বন্দনা করেছিলেন।

শ্লোক ২১

শ্রীপ্রজাপতয় উচুঃ

দেবদেব মহাদেব ভূতাত্মন্ ভূতভাবন ।

ত্রাহি নঃ শরণাপন্নান্‌স্ত্রৈলোক্যদহনাদ্বিষাৎ ॥ ২১ ॥

শ্রী-প্রজাপতয়ঃ উচুঃ—প্রজাপতিগণ বললেন; দেব-দেব—হে দেবাদিদেব মহাদেব; মহা-দেব—হে মহান দেবতা; ভূত-আত্মন্—এই জগতের সমস্ত জীবের আত্মাস্বরূপ; ভূত-ভাবন—তাদের সুখ এবং সমৃদ্ধির কারণ; ত্রাহি—উদ্ধার করুন; নঃ—আমাদের; শরণ-আপন্নান্—যাঁরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেছে; ত্রৈলোক্য—ত্রিভুবনে; দহনাৎ—দাহজনক; বিষাৎ—এই বিষ থেকে।

অনুবাদ

প্রজাপতিগণ বললেন—হে দেবাদিদেব মহাদেব, আপনি সমস্ত জীবের পরমাত্মা এবং তাদের সুখ ও সমৃদ্ধির কারণ। আমরা আপনার শরণাগত হয়েছি। সমগ্র ত্রিভুবন জুড়ে বিস্তৃত হচ্ছে এই যে ভয়ঙ্কর বিষ, তা থেকে আপনি দয়া করে আমাদের রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

শিব হচ্ছেন সংহারকর্তা, তা হলে রক্ষার জন্য কেন তাঁর কাছে যাওয়া হল, যেটি সাধারণত বিষুর কাজ। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, শিব সংহার করেন, কিন্তু ব্রহ্মা এবং শিব উভয়েই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শক্ত্যাবেশ অবতার। তাঁরা সর্বব্যাপ্ত ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মতো বিশেষ শক্তি সমন্বিত। তাই রক্ষার জন্য যখন শিবের কাছে প্রার্থনা করা হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে শ্রীবিষ্ণুকেই ইঙ্গিত করা হয়, কারণ শিব হচ্ছেন সংহারের অধ্যক্ষ। শিব শক্ত্যাবেশ অবতার নামক একজন ঈশ্বর। তাই তাঁকে বিষুর গুণ সমন্বিত বলে সম্বোধন করা যেতে পারে।

শ্লোক ২২

ত্বমেকঃ সর্বজগত ঈশ্বরো বন্ধমোক্ষয়োঃ ।

তং ত্বামর্চন্তি কুশলাঃ প্রপন্নার্তিহরং গুরুম্ ॥ ২২ ॥

ত্বম্ একঃ—বস্তুতপক্ষে আপনিই; সর্ব-জগতঃ—ত্রিভুবনের; ঈশ্বরঃ—ঈশ্বর; বন্ধ-মোক্ষয়োঃ—বন্ধন এবং মুক্তি উভয়েরই; তম্—সেই নিয়ন্তা; ত্বাম্ অর্চন্তি—আপনার অর্চনা করে; কুশলাঃ—সৌভাগ্য আকাঙ্ক্ষী; প্রপন্ন-আর্তি-হরম্—যিনি তাঁর শরণাগত ভক্তের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে পারেন; গুরুম্—যিনি সমস্ত বন্ধ জীবের সদৃশ উপদেষ্টা।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি সমগ্র জগতের বন্ধন এবং মুক্তির কারণ, কেন না আপনি তাঁর ঈশ্বর। যাঁরা আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নত, তাঁরা আপনার শরণাগত হয়, এবং তাই আপনি তাঁদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করেন, এবং আপনি তাঁদের মুক্তিরও কারণ। আমরা তাই আপনার অর্চনা করি।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু সমস্ত সৌভাগ্যের পালন এবং সম্পাদন করেন। শ্রীবিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করাই যদি সকলের কর্তব্য হয়, তা হলে দেবতারা কেন শিবের শরণাগত হলেন? তাঁরা তা করেছিলেন কারণ জড় জগতের সৃষ্টি সম্পাদনে ভগবান শ্রীবিষ্ণু শিবের মাধ্যমে কার্য করেন, এবং শিব শ্রীবিষ্ণুর হয়ে সমস্ত কার্য করেন। ভগবদ্গীতায় (১৪/৪) ভগবান যখন বলেছেন যে, তিনি সমস্ত জীবের পিতা (অহং বীজপ্রদঃ পিতা), সেটি শিবের মাধ্যমে সম্পাদিত বিষ্ণুর কার্য। শ্রীবিষ্ণু সর্বদাই জড়া প্রকৃতির স্পর্শরহিত, এবং জড়া প্রকৃতির সংসর্গে যখন তাঁকে কোন কার্য করতে হয়, তখন তিনি শিবের মাধ্যমে তা সম্পাদন করেন। তাই শিবকে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সমকক্ষ রূপে পূজা করা হয়। ভগবান শ্রীবিষ্ণু যখন বহিরঙ্গা প্রকৃতির সংসর্গ রহিত, তখন তিনি বিষ্ণু, কিন্তু যখন তিনি বহিরঙ্গা শক্তির স্পর্শযুক্ত, তখন তিনি শিবরূপে প্রকাশিত।

শ্লোক ২৩

গুণময়া স্বশক্ত্যাস্য সর্গস্থিত্যপ্যায়ান্ বিভো ।

ধৎসে যদা স্বদৃগ্ ভূমন্ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাভিধাম্ ॥ ২৩ ॥

গুণ-ময়া—প্রকৃতির তিন গুণে কার্য করে; স্ব-শক্ত্যা—আপনার বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা; অস্যা—এই জড় জগতের; সর্গ-স্থিতি-অপ্যায়ান্—সৃষ্টি, পালন এবং সংহার; বিভো—হে প্রভু; ধৎসে—আপনি সম্পাদন করেন, যদা—যখন; স্ব-দৃক্—আপনি নিজেকে প্রকাশ করেন; ভূমন্—হে মহান; ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিব-অভিধাম্—ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবরূপে।

অনুবাদ

হে বিভো, আপনি স্বপ্রকাশ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। আপনি আপনার স্বশক্তির দ্বারা এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নাম ধারণ করে সৃষ্টি, পালন এবং সংহার-কার্য সম্পাদন করেন।

তাৎপর্য

এই স্তবটি প্রকৃতপক্ষে পুরুষরূপ ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করা হয়েছে, যিনি গুণাবতার রূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর নাম গ্রহণ করেন।

শ্লোক ২৪

ত্বং ব্রহ্ম পরমং গুহ্যং সদসদ্রাবভাবনম্ ।

নানাশক্তিভিরাভাতত্বমাত্মা জগদীশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥

ত্বম্—আপনি; ব্রহ্ম—নির্বিশেষ ব্রহ্ম; পরমম্—পরম; গুহ্যম্—গোপনীয়; সৎ-অসৎ-ভাব-ভাবনম্—বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টির কার্য এবং কারণ; নানা-শক্তিভিঃ—নানা প্রকার শক্তি সমন্বিত; আভাতঃ—প্রকাশিত; ত্বম্—আপনি হন; আত্মা—পরমাত্মা; জগদীশ্বরঃ—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

আপনি সর্ব-কারণের কারণ, স্বপ্রকাশ, অচিন্ত্য, নির্বিশেষ ব্রহ্ম, যা মূলত পরব্রহ্ম। এই জড় জগতে আপনি বিবিধ শক্তি প্রকাশ করেন।

তাৎপর্য

এই প্রার্থনাটি পরব্রহ্মের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা নির্বিশেষ ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়েছে। পরব্রহ্ম হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান (পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্)। শিব যখন পরব্রহ্ম রূপে পূজিত হন, তখন সেই পূজা শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়।

শ্লোক ২৫

ত্বং শব্দযোনির্জগদাদিরাত্মা

প্রাণেন্দ্রিয়দ্রব্যগুণঃ স্বভাবঃ ।

কালঃ ক্রতুঃ সত্যমৃতং চ ধর্ম-

স্বয়াম্ভরং যৎ ত্রিবৃদামনন্তি ॥ ২৫ ॥

ত্বম্—আপনি; শব্দ-যোনিঃ—বেদের আদি উৎস; জগৎ-আদিঃ—জড় সৃষ্টির আদি কারণ; আত্মা—আত্মা; প্রাণ—প্রাণ; ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়; দ্রব্য—জড় উপাদান; গুণঃ—তিন গুণ; স্বভাবঃ—প্রকৃতি; কালঃ—কাল; ক্রতুঃ—যজ্ঞ; সত্যম্—সত্য; স্বাতম্—সত্যনিষ্ঠা; চ—এবং; ধর্মঃ—দুই প্রকার ধর্ম; ত্বয়ি—আপনাকে; অক্ষরম্—আদি অক্ষর ওঁকার; যৎ—যা; ত্রি-বৃৎ—ও, উ এবং ম, এই তিন অক্ষর সমন্বিত; আমনন্তি—তঁারা বলেন।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি বেদের মূল উৎস। আপনি জড় সৃষ্টির মূল কারণ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, পঞ্চমহাভূত, ত্রিগুণ এবং মহত্তত্ত্ব। আপনি কাল, সঙ্কল্প এবং সত্য ও ঋত নামক দুই প্রকার ধর্ম। আপনি 'অ-উ-ম', এই তিন অক্ষর সমন্বিত 'ওঁ' এর আশ্রয়।

শ্লোক ২৬

অগ্নির্মুখং তেহখিলদেবতাত্মা

ক্ষিতিং বিদুর্লোকভবাস্থিপঙ্কজম্ ।

কালং গতিং তেহখিলদেবতাত্মনো

দিশশ্চ কর্ণৌ রসনং জলেশম্ ॥ ২৬ ॥

অগ্নিঃ—অগ্নি; মুখম্—মুখ; তে—আপনার; অখিল-দেবতা-আত্মা—সমস্ত দেবতাদের উৎস; ক্ষিতিম্—পৃথিবী; বিদুঃ—তারা জানেন; লোক-ভব—হে সমস্ত গ্রহলোকের উৎস; অস্থি-পঙ্কজম্—আপনার শ্রীপাদপদ্ম; কালম্—নিত্যকাল; গতিম্—প্রগতি; তে—আপনার; অখিল-দেবতা-আত্মনঃ—সর্বদেব-স্বরূপ; দিশঃ—সর্বদিক; চ—এবং; কর্ণৌ—আপনার কর্ণ; রসনম্—স্বাদ; জল-ঈশম্—জলের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা।

অনুবাদ

হে সর্ব-লোকপিতা, পণ্ডিতেরা জানেন যে অগ্নি আপনার মুখ, পৃথিবী আপনার পাদপদ্ম, কাল আপনার গতি, দিকসমূহ আপনার কর্ণ এবং জলের অধিষ্ঠাতা বরুণ আপনার জিহ্বা।

তাৎপর্য

শ্রুতিমন্ত্রে বলা হয়েছে অগ্নিঃ সর্বদেবতাঃ, 'অগ্নি সর্বদেবময়'। অগ্নি ভগবানের মুখ। অগ্নির মাধ্যমে ভগবান সমস্ত যজ্ঞের আহুতি গ্রহণ করেন।

শ্লোক ২৭

নাভির্নভস্তে শ্বসনং নভস্বান্

সূর্যশ্চ চক্ষুংষি জলং স্ম রেতঃ ।

পরাবরাত্মাশ্রয়ণং তবাত্মা

সোমো মনো দ্যৌর্ভগবন্ শিরস্তে ॥ ২৭ ॥

নাভিঃ—নাভি; নভঃ—আকাশ; তে—আপনার; শ্বসনম্—নিশ্বাস; নভস্বান্—বায়ু; সূর্যঃ চ—এবং সূর্য; চক্ষুংষি—আপনার চক্ষু; জলম্—জল; স্ম—বস্তুতপক্ষে; রেতঃ—বীর্য; পর-অবর-আত্ম-আশ্রয়ণম্—উচ্চ এবং নিম্ন সমস্ত জীবের আশ্রয়; তব—আপনার; আত্মা—আত্মা; সোমঃ—চন্দ্র; মনঃ—মন; দৌঃ—স্বর্গ; ভগবন্—আপনার; শিরঃ—মস্তক; তে—আপনার।

অনুবাদ

হে ভগবান, আকাশ আপনার নাভি, বায়ু আপনার নিশ্বাস, সূর্য আপনার চক্ষু, জল আপনার রেত, এবং আপনি উচ্চ ও নিচ সমস্ত জীবের আশ্রয়। চন্দ্র আপনার মন এবং স্বর্গ আপনার মস্তক।

শ্লোক ২৮

কুক্ষিঃ সমুদ্রা গিরয়োহস্থিসঙ্ঘা

রোমাণি সর্বৌষধিবীরুধস্তে ।

ছন্দাংসি সাক্ষাৎ তব সপ্ত ধাতব-

স্ত্রয়ীময়াত্মন্ হৃদয়ং সর্বধর্মঃ ॥ ২৮ ॥

কুক্ষিঃ—উদর; সমুদ্রাঃ—সমুদ্র; গিরয়ঃ—পর্বত; অস্থি—অস্থি; সঙ্ঘাঃ—সমূহ; রোমাণি—দেহের রোম; সর্ব—সমস্ত; ঔষধি—ঔষধি; বীরুধঃ—লতা; তে—আপনার; ছন্দাংসি—বৈদিক মন্ত্র; সাক্ষাৎ—প্রত্যক্ষভাবে; তব—আপনার; সপ্ত—সাত; ধাতবঃ—ধাতু; ত্রয়ী-ময়-আত্মন্—সাক্ষাৎ তিন বেদ; হৃদয়ম্—হৃদয়; সর্ব-ধর্মঃ—সমস্ত ধর্ম।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি সাক্ষাৎ বেদত্রয়। সপ্তসমুদ্র আপনার উদর, পর্বতসমূহ আপনার অস্থি, সর্বপ্রকার ওষধি ও লতা আপনার গায়ের রোম, গায়ত্রী আদি মন্ত্র আপনার সপ্তধাতু, এবং বৈদিক ধর্ম আপনার হৃদয়।

শ্লোক ২৯

মুখানি পঞ্চোপনিষদস্তবেশ

যৈত্রিংশদষ্টোত্তরমন্ত্রবর্গঃ ।

যৎ তচ্ছিবাখ্যং পরমাত্মতত্ত্বং

দেব স্বয়ংজ্যোতিরবস্থিতিস্তে ॥ ২৯ ॥

মুখানি—মুখমণ্ডল; পঞ্চ—পাঁচ; উপনিষদঃ—উপনিষদ; তব—আপনার; ঈশ—হে ভগবান; যৈঃ—যার দ্বারা; ত্রিংশৎ-অষ্ট-উত্তর-মন্ত্র-বর্গঃ—আটত্রিশটি গুরুত্বপূর্ণ বৈদিক মন্ত্রের বর্গ; যৎ—যা; তৎ—তা; শিব-আখ্যম্—শিব নামে বিখ্যাত; পরমাত্ম-তত্ত্বম্—পরমাত্মা-তত্ত্ব; দেব—হে দেব; স্বয়ম্-জ্যোতিঃ—স্ব-প্রকাশ; অবস্থিতিঃ—অবস্থিতি; তে—আপনার।

অনুবাদ

হে ঈশ, পঞ্চ উপনিষদ আপনার পঞ্চমুখ, যা থেকে আটত্রিশটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রের বর্গ উৎপন্ন হয়েছে। হে দেব, স্বয়ংজ্যোতি, আপনি শিব নামে বিখ্যাত। আপনি সাক্ষাৎ পরমাত্মা-তত্ত্বে অবস্থিত।

তাৎপর্য

এখানে যে পাঁচটি উপনিষদের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি—(১) পুরুষ, (২) অঘোর, (৩) সদ্যোজাত, (৪) বামদেব এবং (৫) ঈশান। এই পাঁচটি উপনিষদ থেকে আটত্রিশটি বৈদিক মন্ত্রের বর্গ উৎপন্ন হয়েছে, যা শিব বা মহাদেব উচ্চারণ করেন। শিব নামের আর একটি অর্থ হচ্ছে সর্বমঙ্গলময়। তিনি পরমাত্মা-তত্ত্ব বিষ্ণুর মতোই স্বয়ংপ্রকাশ। যেহেতু শিব সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতার, তাই তিনি বিষ্ণুর সাক্ষাৎ প্রতিনিধি। এই তথ্য বৈদিক মন্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে—পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরং শাস্বতং শিবমচ্যুতম্। পরমাত্মাকে বহু নামে সম্বোধন করা হয়, তার মধ্যে মহেশ্বর, শিব এবং অচ্যুত বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ৩০

ছায়া ত্বধর্মোর্মিষু যৈর্বিসর্গো
 নেত্রত্রয়ং সত্ত্বরজস্তমাংসি ।
 সাংখ্যাত্মনঃ শাস্ত্রকৃতস্তবেক্ষা
 ছন্দোময়ো দেব ঋষিঃ পুরাণঃ ॥ ৩০ ॥

ছায়া—ছায়া; তু—কিন্তু; অধর্ম-উর্মিষু—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আদি অধর্মের
 তরঙ্গে; যৈঃ—যার দ্বারা; বিসর্গঃ—বিবিধ প্রকার সৃষ্টি; নেত্র-ত্রয়ম্—তিনটি চক্ষু;
 সত্ত্ব—সত্ত্বগুণ; রজঃ—রজোগুণ; তমাংসি—এবং তমোগুণ; সাংখ্য-আত্মনঃ—সমস্ত
 বৈদিক শাস্ত্রের উৎস; শাস্ত্র—শাস্ত্র; কৃতঃ—তৈরি হয়েছে; তব—আপনার দ্বারা;
 ঈক্ষা—কেবলমাত্র দৃষ্টিপাতের দ্বারা; ছন্দঃ-ময়ঃ—বৈদিক মন্ত্রময়; দেব—হে দেব;
 ঋষিঃ—সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র; পুরাণঃ—এবং পুরাণসমূহ।

অনুবাদ

হে দেব, অধর্মের তরঙ্গে আপনার ছায়া বর্তমান, যার ফলে বিবিধ অধর্মের সৃষ্টি
 হয়। সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণ আপনার তিনটি নেত্র। ছন্দোময় বেদ আপনারই
 প্রকাশ, কারণ সমস্ত শাস্ত্রকারেরা আপনার কৃপাদৃষ্টি প্রাপ্ত হয়ে বিবিধ শাস্ত্র রচনা
 করেছেন।

শ্লোক ৩১

ন তে গিরিত্রাখিললোকপাল-
 বিরিঞ্চবৈকুণ্ঠসুরেন্দ্রগম্যম্ ।
 জ্যোতিঃ পরং যত্র রজস্তমশ্চ
 সত্ত্বং ন যদ্ ব্রহ্ম নিরস্তভেদম্ ॥ ৩১ ॥

ন—না; তে—আপনার; গিরি-ত্র—হে গিরিরাজ; অখিল-লোক-পাল—জড়-জাগতিক
 কার্যকলাপের বিভাগীয় অধ্যক্ষগণ; বিরিঞ্চ—ব্রহ্মা; বৈকুণ্ঠ—বিষ্ণু; সুরেন্দ্র—দেবরাজ
 ইন্দ্র; গম্যম্—তাঁরা বুঝতে পারেন; জ্যোতিঃ—জ্যোতি; পরম্—চিন্ময়; যত্র—
 যেখানে; রজঃ—রজোগুণ; তমঃ চ—এবং তমোগুণ; সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; ন—না; যৎ
 ব্রহ্ম—যা নির্বিশেষ ব্রহ্ম; নিরস্ত-ভেদম্—দেবতা এবং মানুষদের মধ্যে ভেদ দর্শন
 না করে।

অনুবাদ

হে গিরীশ, ব্রহ্মজ্যোতি যেহেতু সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের অতীত, তাই এই জড় জগতের লোকপালেরাও তা জানতে পারেন না বা উপলব্ধি করতে পারেন না। তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং দেবরাজ মহেন্দ্রেরও বোধগম্য নয়।

তাৎপর্য

ব্রহ্মজ্যোতি প্রকৃতপক্ষে ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা। সেই সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪০) বলা হয়েছে—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষুশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্ ।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

“আমি আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি মহাশক্তি সমন্বিত। তাঁর দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি, যা পরম পূর্ণ এবং অসীম। তাতে অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র এবং ঐশ্বর্য সমন্বিত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করে।” যদিও ভগবানের নির্বিশেষ রূপ তাঁর দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা, কিন্তু যে সমস্ত নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মজ্যোতিতে প্রবেশ করে ভগবান তাদের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। ভগবদ্গীতায় (৯/৪) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা—“আমার নির্বিশেষ রূপের দ্বারা সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত।” অতএব এই অব্যক্ত-মূর্তি বা নির্বিশেষ রূপ নিঃসন্দেহে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তির বিস্তার। ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার অভিলাষী মায়াবাদীরা সাধারণত শিবের উপাসক। ঊনত্রিশ শ্লোকে যে মন্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে, তাকে বলা হয় মুখানি পঞ্চোপনিষদস্তবেশ । শিবের পূজা করার সময় মায়াবাদীরা সেই মন্ত্রগুলিকে অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে গ্রহণ করে। সেই মন্ত্রগুলি হচ্ছে— (১) তৎ পুরুষায় বিদ্বাহে শাট্ঠ্যে, (২) মহাদেবায় ধীমহি বিদ্যাঠ্যে, (৩) তন্নো রুদ্রঃ প্রতিষ্ঠাঠ্যে, (৪) প্রচোদয়াৎ ধৃত্যে, (৫) অঘোরেভ্যস্তমা..., (৬) অথ ঘোরেভ্যো মোহা..., (৭) অঘোরেভ্যো রক্ষা..., (৮) অঘোরতরেভ্যো নিদ্রা..., (৯) সর্বেভ্যঃ সর্বব্যাঠ্যে, (১০) সর্বসর্বেভ্যো মৃত্যবে, (১১) নমস্তেহস্ত ক্ষুধা..., (১২) রুদ্ররূপেভ্যস্তৃষণা..., (১৩) বামদেবায় রজা..., (১৪) জ্যেষ্ঠায় স্বাহা..., (১৫) শ্রেষ্ঠায় রত্যা, (১৬) রুদ্রায় কল্যাণ্যে, (১৭) কালায় কামা..., (১৮) কলবিকরণায় সন্ধিন্যে, (১৯) বলবিকরণায় ক্রিয়া..., (২০) বলায় বৃদ্ধ্যে,

(২১) বলচ্ছায়া..., (২২) প্রমথনায় ধাত্রো, (২৩) সর্বভূতদমনায় ভ্রামণ্যে, (২৪) মনঃ শোষিণ্যে, (২৫) উন্মনায় জ্বরা..., (২৬) সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সিদ্ধে, (২৭) সদ্যোজাতায় বে নমঃ ঋদ্ধ্যে, (২৮) ভবে দিত্যে, (২৯) অভবে লক্ষ্ম্যে, (৩০) নাতিভবে মেধা..., (৩১) ভজস্ব মাং কান্ত্যে, (৩২) ভব স্বধা..., (৩৩) উদ্ভবায় প্রভা..., (৩৪) ঈশানঃ সর্ববিদ্যানাং শশিন্যে, (৩৫) ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাম্ অভয়দা..., (৩৬) ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মাণোধিপতির্ব্রহ্মান্ ব্রহ্মোষ্টদা..., (৩৭) শিবো মে অস্ত্র মরীচ্যে, (৩৮) সদাশিবঃ জ্বালিন্যে।

নির্বিশেষ ব্রহ্মা ব্রহ্মা, ইন্দ্র এমন কি বিষ্ণু সহ সমস্ত দিকপালদেরও অজ্ঞাত। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, বিষ্ণু সর্বজ্ঞ নয়। বিষ্ণু সর্বজ্ঞ, কিন্তু তাঁর সর্বব্যাপী অংশে কি হচ্ছে তা জানার আবশ্যকতা তিনি বোধ করেন না। তাই ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন যে, যদিও সব কিছু তাঁরই বিকার (ময়া ততমিদং সর্বম্), তবুও তাঁকে সব কিছু দেখা শুনা করতে হয় না (ন চাহং তেয়বস্থিতঃ)। যেহেতু ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র আদি লোকপালগণ রয়েছেন, তাই তাঁকে জড় জগতের সমস্ত কার্যকলাপের পর্যবেক্ষণ করতে হয় না।

শ্লোক ৩২

কামাধ্বরত্রিপুরকালগরাদ্যনেক-

ভূতদ্রহঃ ক্ষপয়তঃ স্তুতয়ে ন তৎ তে ।

যস্ত্বন্তকাল ইদমাত্মকৃতং স্বনেত্র-

বহিস্ফুলিঙ্গশিখয়া ভসিতং ন বেদ ॥ ৩২ ॥

কাম-অধ্বর—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য যজ্ঞ (যেমন দক্ষের অনুষ্ঠিত দক্ষযজ্ঞ);
ত্রিপুর—ত্রিপুরাসুর নামক অসুর; কালগর—কালগর; আদি—ইত্যাদি; অনেক—
বহু; ভূত-দ্রহঃ—জীবদের কষ্ট প্রদানকারী; ক্ষপয়তঃ—তাদের বিনাশ কার্যে রত;
স্তুতয়ে—আপনার স্তুতি; ন—না; তৎ—তা; তে—আপনাকে বলে; যঃ তু—যেহেতু;
অন্তকালে—প্রলয়ের সময়ে; ইদম্—এই জড় জগতে; আত্ম-কৃতম্—আপনার দ্বারা
কৃত; স্ব-নেত্র—আপনার চক্ষুর দ্বারা; বহিঃ-স্ফুলিঙ্গ-শিখয়া—অগ্নির স্ফুলিঙ্গের দ্বারা;
ভসিতম্—ভস্মীভূত; ন বেদ—কিভাবে তা হচ্ছে তা আপনি জানেন না।

অনুবাদ

প্রলয়ের সময় আপনার নেত্রাগ্নির স্ফুলিঙ্গের দ্বারা সমগ্র জগৎ ভস্মীভূত হয়।
কিন্তু তা সত্ত্বেও কিভাবে যে তা হয় আপনি পর্যন্ত জানেন না। অতএব দক্ষযজ্ঞ,

ত্রিপুরাসুর, কালকূট বিষ ইত্যাদি বিনাশের কথা কি আর বলার আছে? আপনার এই সমস্ত কার্যকলাপ আপনার স্তুতির বিষয়বস্তু হতে পারে না।

তাৎপর্য

যেহেতু শিব যে সমস্ত মহান কার্য সম্পাদন করেন তা সবই তিনি নগণ্য বলে মনে করেন, অতএব সমুদ্র-মহনের ফলে উৎপন্ন ভয়ঙ্কর বিষ প্রতিকার করা কি এমন কথা? দেবতারা পরোক্ষভাবে শিবের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে, তিনি যেন কালকূট বিষ প্রতিহত করেন, যা সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছিল।

শ্লোক ৩৩

যে দ্বাত্মরামগুরুভিহৃদি চিন্তিতাশ্চি-

দ্বন্দ্বং চরন্তুমুময়া তপসাভিতপ্তম্ ।

কথন্ত উগ্রপরুষং নিরতং শ্মশানে

তে নুনমৃতিমবিদংস্তব হাতলজ্জাঃ ॥ ৩৩ ॥

যে—যাঁরা; তু—বস্তুতপক্ষে; আত্ম-রাম-গুরুভিঃ—যাঁরা আত্মারাম এবং যাঁদের সারা জগতের গুরু বলে বিবেচনা করা হয় তাঁদের দ্বারা; হৃদি—হৃদয়ে; চিন্তিত-অশ্চি-দ্বন্দ্বম্—আপনার দুটি চরণ-কমলের চিন্তা করে; চরন্তম্—বিচরণ করে; উময়া—আপনার প্রেয়সী উমা সহ; তপসা অভিতপ্তম্—তপস্যার প্রভাবে অতি উন্নত; কথন্তে—আপনার কার্যকলাপের সমালোচনা করে; উগ্র-পরুষম্—অভদ্র ব্যক্তি; নিরতম্—সর্বদা; শ্মশানে—শ্মশানে; তে—এই প্রকার ব্যক্তি; নুনম্—বস্তুতপক্ষে; উতিম্—এই প্রকার কার্যকলাপ; অবিদন্—না জেনে; তব—আপনার কার্যকলাপ; হাত-লজ্জাঃ—নির্লজ্জ ।

অনুবাদ

সারা জগতের উপদেশ প্রদানকারী প্রচারক আত্মারাম মহাত্মারা নিরন্তর তাঁদের হৃদয়ে আপনার চরণ-কমলের চিন্তা করেন, কিন্তু যারা আপনার তপস্যার কথা জানে না, তারা আপনাকে উমা সহ বিচরণ করতে দেখে ভ্রান্তিবশত কামী, অথবা শ্মশানে ভ্রমণ করতে দেখে উগ্র ও হিংস্র বলে মনে করে। তারা অবশ্যই নির্লজ্জ। তারা আপনার লীলা বুঝতে পারে না।

তাৎপর্য

শিব হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব (বৈষ্ণবানাং যথা শত্ৰুঃ)। তাই বলা হয়েছে, বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজে না বুঝায়। শিবের মতো বৈষ্ণব যে কেন এবং কিভাবে আচরণ করেন, তা সব চাইতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিও বুঝতে পারে না। যারা কাম এবং ক্রোধের বশীভূত, তারা কখনই সর্বদা চিন্ময় স্তরে অবস্থিত শিবের মহিমা অনুধাবন করতে পারে না। কাম সম্পর্কিত সকল প্রকার কার্যকলাপে শিব আত্মারামত্বের প্রতীক। তাই সাধারণ মানুষের পক্ষে শিবের কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি শিবের কার্যকলাপের সমালোচনা করার চেষ্টা করে, সে একটি নির্লজ্জ।

শ্লোক ৩৪

তৎ তস্য তে সদসতোঃ পরতঃ পরস্য
 নাঞ্জঃ স্বরূপগমনে প্রভবন্তি ভূম্নঃ ।
 ব্রহ্মাদয়ঃ কিমুত সংস্তবনে বয়ং তু
 তৎসর্গসর্গবিষয়া অপি শক্তিমাত্রম্ ॥ ৩৪ ॥

তৎ—অতএব; তস্য—তার; তে—আপনার; সৎ-অসতোঃ—স্বাবর এবং জঙ্গম জীবদের; পরতঃ—চিন্ময় স্তরে অবস্থিত; পরস্য—বোঝা অত্যন্ত কঠিন; ন—না; অঞ্জঃ—যেমন; স্বরূপ-গমনে—আপনার তত্ত্ব অবগত হতে; প্রভবন্তি—সম্ভব; ভূম্নঃ—হে মহান; ব্রহ্ম-আদয়ঃ—ব্রহ্মা আদি ব্যক্তিগণও; কিম্ উত—অন্যদের কি কথা; সংস্তবনে—স্তুতি নিবেদনে; বয়ম্ তু—আমরাও; তৎ—আপনার; সর্গ-সর্গ-বিষয়াঃ—সৃষ্টির সৃষ্টি; অপি—যদিও; শক্তি-মাত্রম্—যথাসাধ্য।

অনুবাদ

ব্রহ্মা আদি দেবতারাও আপনাকে জানতে পারেন না, কারণ আপনি স্বাবর এবং জঙ্গম সমস্ত সৃষ্টির অতীত। যেহেতু কেউই আপনাকে তত্ত্বত জানতে পারে না, অতএব আমরা কিভাবে আপনাকে প্রার্থনা নিবেদন করব? তা অসম্ভব। আমরা ব্রহ্মার সৃষ্ট জীব, অতএব আমাদের পক্ষে যথাযথভাবে আপনার বন্দনা করা সম্ভব নয়, তবুও আমরা যথাসাধ্য আমাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেছি।

শ্লোক ৩৫

এতৎ পরং প্রপশ্যামো ন পরং তে মহেশ্বর ।

মৃড়নায় হি লোকস্য ব্যক্তিস্তেহব্যক্তকর্মণঃ ॥ ৩৫ ॥

এতৎ—এই সমস্ত বস্তু; পরম্—চিন্ময়; প্রপশ্যামঃ—আমরা দেখতে পারি; ন—না; পরম্—বাস্তবিক চিন্ময় স্থিতি; তে—আপনার; মহা-ঈশ্বর—হে মহেশ্বর; মৃড়নায়—সুখের জন্য; হি—বস্তুতপক্ষে; লোকস্য—সমগ্র জগতের; ব্যক্তিঃ—প্রকাশিত; তে—আপনার; অব্যক্ত-কর্মণঃ—যাঁর কার্যকলাপ সকলের অজ্ঞাত।

অনুবাদ

হে মহেশ্বর, আপনার প্রকৃত স্বরূপ আমাদের পক্ষে জানা অসম্ভব। আমরা কেবল দেখতে পাই যে, আপনার উপস্থিতি সকলের সুখ এবং সমৃদ্ধি আনয়ন করে। তার অতীত, আপনার কার্যকলাপ কিছুই বোঝা যায় না। আমরা কেবল এটুকুই দেখতে পাই, তার বেশি নয়।

তাৎপর্য

দেবতারা যখন এইভাবে শিবের স্তব করছিলেন, তখন তাঁদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল তাঁর প্রসন্নতা বিধান করা, যাতে তিনি হালহল বিষের ফলে যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রতিকার করেন। ভগবদ্গীতায় (৭/২০) উল্লেখ করা হয়েছে, কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহন্যদেবতাঃ—কেউ যখন দেবতাদের পূজা করে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের অন্তরের গভীরে যে সমস্ত কামবাসনা রয়েছে, দেবতাদের কৃপায় সেগুলি চরিতার্থ করা। কোন উদ্দেশ্য নিয়েই মানুষ সাধারণত দেবতাদের পূজা করে।

শ্লোক ৩৬

শ্রীশুক উবাচ

তদ্বীক্ষ্য ব্যসনং তাসাং কৃপয়া ভৃশপীড়িতঃ ।

সর্বভূতসুহৃদ্ দেব ইদমাহ সতীং প্রিয়াম্ ॥ ৩৬ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; তৎ—এই পরিস্থিতি; বীক্ষ্য—দর্শন করে; ব্যসনম্—ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক; তাসাম্—সমস্ত দেবতাদের; কৃপয়া—কৃপাবশত;

ভৃশ-পীড়িতঃ—অত্যন্ত পীড়িত; সর্ব-ভূত-সুহৃৎ—সমস্ত জীবের বন্ধু; দেবঃ—মহাদেব; ইদম্—এই; আহ—বলেছিলেন; সতীম্—সতীকে; প্রিয়াম্—তঁার অত্যন্ত প্রিয় পত্নী।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—সর্বজীবের হিতকারী মহেশ্বর সর্বত্র প্রসারণশীল সেই বিষের কারণে সমস্ত জীবদের অত্যন্ত পীড়িত দর্শন করে, অতীব দয়াপরবশ হয়ে তঁার নিত্যসঙ্গিনী সতীকে এইভাবে বলেছিলেন।

শ্লোক ৩৭

শ্রীশিব উবাচ

অহো বত ভবান্যেতৎ প্রজানাং পশ্য বৈশসম্ ।

ক্ষীরোদমথনোদ্ধুতাং কালকূটাদুপস্থিতম্ ॥ ৩৭ ॥

শ্রী-শিবঃ উবাচ—শ্রীশিব বললেন; অহো বত—কি শোচনীয়; ভবানি—হে ভবানী; এতৎ—এই পরিস্থিতি; প্রজানাং—জীবদের; পশ্য—দেখ; বৈশসম্—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; ক্ষীর-উদ—ক্ষীরসমুদ্রের; মথন-উদ্ধুতাং—মহুনের ফলে উৎপন্ন হয়েছে; কালকূটাং—কালকূট বিষ থেকে; উপস্থিতম্—বর্তমান স্থিতি।

অনুবাদ

শিব বললেন—হে ভবানী, দেখ ক্ষীরসমুদ্র মহুনের ফলে উৎপন্ন কালকূট বিষ থেকে সমস্ত জীবদের কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

শ্লোক ৩৮

আসাং প্রাণপরীক্ষনাং বিধেয়মভয়ং হি মে ।

এতাবান্ হি প্রভোরর্থো যদ্ দীনপরিপালনম্ ॥ ৩৮ ॥

আসাম্—এই সমস্ত জীব; প্রাণ-পরীক্ষনাম্—জীবন রক্ষার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল; বিধেয়ম্—কোন কিছু করা অবশ্য কর্তব্য; অভয়ম্—ভয় নিবারণ; হি—বস্তুতপক্ষে; মে—আমার দ্বারা; এতাবান্—এতখানি; হি—বস্তুতপক্ষে; প্রভোঃ—প্রভুর; অর্থঃ—কর্তব্য; যৎ—যা; দীন-পরিপালনম্—দীনজনদের রক্ষা করার জন্য।

অনুবাদ

জীবন-সংগ্রামে রত সমস্ত জীবদের সুরক্ষা প্রদান করাই আমার কর্তব্য। অধীনস্থ আর্তজনদের রক্ষা করাই প্রভুর কর্তব্য।

শ্লোক ৩৯

প্রাণৈঃ স্বেঃ প্রাণিনঃ পান্তি সাধবঃ ক্ষণভঙ্গুরৈঃ ।

বদ্ধবৈরেষু ভূতেষু মোহিতেষু আত্মমায়য়া ॥ ৩৯ ॥

প্রাণৈঃ—প্রাণের দ্বারা; স্বেঃ—তাদের নিজেদের; প্রাণিনঃ—অন্যান্য জীব; পান্তি—রক্ষা করে; সাধবঃ—ভক্তগণ; ক্ষণ-ভঙ্গুরৈঃ—অনিত্য; বদ্ধ-বৈরেষু—অনর্থক শত্রুভাবাপন্ন হয়; ভূতেষু—জীবদের; মোহিতেষু—মোহাচ্ছন্ন; আত্ম-মায়য়া—ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীবেরা পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়। কিন্তু ভক্তেরা তাঁদের নশ্বর জীবন বিপন্ন করেও অন্যদের রক্ষা করার চেষ্টা করেন।

তাৎপর্য

এটিই বৈষ্ণবের লক্ষণ। পরদুঃখদুঃখী। তা না হলে জীবকে সুখী হওয়ার শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি ব্যাকুল হতেন না। জড়-জাগতিক জীবনে মানুষ অবশ্যই শত্রুভাবাপন্ন হয়। তাই জড়-জাগতিক জীবনকে দাবানলের (সংসারদাবানল) সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যা আপনা থেকেই জ্বলে ওঠে। শিব এবং পরস্পরের ধারায় তাঁর অনুগামীরা জীবদের এই ভয়ঙ্কর জড়-জাগতিক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেন। এটিই রুদ্র-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত শিবের অনুগামী ভক্তদের কর্তব্য। চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় রয়েছে, এবং রুদ্র-সম্প্রদায় তাদের অন্যতম, কারণ শিব (রুদ্র) হচ্ছেন পরম বৈষ্ণব (বৈষ্ণবানাং যথা শব্দঃ)। বস্তুতপক্ষে আমরা দেখতে পাব, জীবের হিত সাধনের জন্য শিব সমস্ত বিষ পান করেছিলেন।

শ্লোক ৪০

পুংসঃ কৃপয়তো ভদ্রে সৰ্বাত্মা প্রীয়তে হরিঃ ।
 প্রীতে হরৌ ভগবতি প্রীয়েহহং সচরাচরঃ ।
 তস্মাদিদং গরং ভুঞ্জে প্রজানাং স্বস্তিরস্তু মে ॥ ৪০ ॥

পুংসঃ—পুরুষের; কৃপয়তঃ—পরোপকারের কার্যে লিপ্ত; ভদ্রে—হে সাধবী ভবানী; সৰ্ব-আত্মা—পরমাত্মা; প্রীয়তে—প্রসন্ন হন; হরিঃ—ভগবান; প্রীতে—প্রসন্ন হওয়ার ফলে; হরৌ—ভগবান শ্রীহরি; ভগবতি—ভগবান; প্রীয়ে—প্রসন্ন হন; অহম্—আমি; সচর-অচরঃ—স্থাবর এবং জঙ্গম অন্য সমস্ত জীব সহ; তস্মাৎ—অতএব; ইদম্—এই; গরম্—বিষ; ভুঞ্জে—আমি পান করব; প্রজানাম্—জীবদের; স্বস্তিঃ—মঙ্গল; অস্তু—হোক; মে—আমার দ্বারা।

অনুবাদ

হে সাধবী ভবানী, কেউ যখন পরোপকার করেন, তখন ভগবান শ্রীহরি অত্যন্ত প্রসন্ন হন, এবং ভগবান যখন প্রসন্ন হন, তখন আমিও অন্যান্য সমস্ত প্রাণী সহ প্রসন্ন হই। তাই, আমি এই বিষ পান করব। আমার দ্বারা সকলের মঙ্গল সাধন হোক।

শ্লোক ৪১

শ্রীশুক উবাচ

এবমামন্ত্য ভগবান্ ভবানীং বিশ্বভাবনঃ ।
 তদ্বিষং জঙ্ঘুমাৱেভে প্রভাবজ্ঞানমোদত ॥ ৪১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; এবম্—এইভাবে; আমন্ত্য—সম্বোধন করে; ভগবান্—শিব; ভবানীম্—ভবানীকে; বিশ্ব-ভাবনঃ—সমগ্র বিশ্বের শুভাকাঙ্ক্ষী; তৎ বিষম্—সেই বিষ; জঙ্ঘুম্—পান করতে; আৱেভে—প্রবৃত্ত হয়েছিলেন; প্রভাবজ্ঞা—শিবের সামর্থ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত মা ভবানী; অম্বমোদত—অনুমতি দিয়েছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—ভবানীকে এই কথা বলে বিশ্বভাবন ভগবান শিব সেই বিষ পান করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, এবং মহাদেবের সামর্থ্য সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত ভবানী তা অনুমোদন করেছিলেন।

শ্লোক ৪২

ততঃ করতলীকৃত্য ব্যাপি হালাহলং বিষম্ ।

অভক্ষয়ন্মহাদেবঃ কৃপয়া ভূতভাবনঃ ॥ ৪২ ॥

ততঃ—তারপর; করতলী-কৃত্য—করতলে গ্রহণ করে; ব্যাপি—বিস্তৃত; হালাহলম্—হালহল নামক; বিষম্—বিষ; অভক্ষয়ৎ—পান করেছিলেন; মহাদেবঃ—শিব; কৃপয়া—কৃপাপূর্বক; ভূত-ভাবনঃ—সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য।

অনুবাদ

তারপর, লোকহিতকারী মহাদেব কৃপাপূর্বক সেই হালহল নামক বিষ করতলে গ্রহণ করে পান করেছিলেন।

তাৎপর্য

যদিও সেই বিষের পরিমাণ এতই বিশাল ছিল যে, তা সারা বিশ্ব জুড়ে বিস্তৃত হয়েছিল, তবুও শিবের এমনই মহান শক্তি যে, তিনি সমগ্র বিষকে অল্প পরিমাণে পরিণত করেছিলেন, যাতে তিনি তাঁর হাতের তালুতে তা ধারণ করতে পারেন। কখনও শিবের অনুকরণ করার চেষ্টা করা উচিত নয়। শিব যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন, কিন্তু যারা গাঁজা অথবা অন্য বিষাক্ত বস্তু পান করে শিবের অনুকরণ করার চেষ্টা করে, তাদের সেই কার্যের ফলে তাদের অবশ্যই মৃত্যু হবে।

শ্লোক ৪৩

তস্যাপি দর্শয়ামাস স্ববীর্যং জলকল্মষঃ ।

যচ্চকার গলে নীলং তচ্চ সাধোর্বিভূষণম্ ॥ ৪৩ ॥

তস্য—শিবের; অপি—ও; দর্শয়ামাস—প্রদর্শন করেছিলেন; স্ব-বীর্যম্—তাঁর শক্তি; জল-কল্মষঃ—জল থেকে উৎপন্ন সেই বিষ; যৎ—যা; চকার—করেছিল; গলে—কণ্ঠে; নীলম্—নীল রেখা; তৎ—তা; চ—ও; সাধোঃ—সাধু ব্যক্তির; বিভূষণম্—অলঙ্কার।

অনুবাদ

ক্ষীরসমুদ্র থেকে উৎপন্ন কলঙ্ক-স্বরূপ সেই বিষ মহাদেবের কণ্ঠে একটি নীল রেখা উৎপন্ন করে তার শক্তি প্রকাশ করেছিল। সেই রেখাটিকে কিন্তু মহাদেবের ভূষণ বলে মনে করা হয়।

শ্লোক ৪৪

তপ্যন্তে লোকতাপেন সাধবঃ প্রায়শো জনাঃ ।

পরমারাধনং তদ্ধি পুরুষস্যাখিলাত্মনঃ ॥ ৪৪ ॥

তপ্যন্তে—স্বৈচ্ছায় কষ্ট স্বীকার; লোক-তাপেন—জনগণের দুঃখ-দুর্দশার জন্য; সাধবঃ—সাধুগণ; প্রায়শঃ—প্রায় সর্বদা; জনাঃ—এই প্রকার ব্যক্তিগণ; 'পরম-আরাধনম্—আরাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা; তৎ—সেই কার্যকলাপ; হি—বস্তুতপক্ষে; পুরুষস্য—ভগবানের; অখিল-আত্মনঃ—যিনি সকলের পরমাত্মা।

অনুবাদ

বলা হয় যে, জীবের দুঃখ নিবারণের জন্য মহাপুরুষেরা সর্বদাই স্বৈচ্ছায় দুঃখ বরণ করেন। সকলের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবানের আরাধনার এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা বলে বিবেচনা করা হয়।

তাৎপর্য

পরোপকারী ব্যক্তি কিভাবে অচিরেই ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করতে পারেন তা এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভগবদ্গীতায় (১৮/৬৮-৬৯) ভগবান বলেছেন, য ইদং পরমং গুহ্যং মন্ত্ৰজ্ঞৈৰুভিধাস্যতি....ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃন্তমঃ—“যাঁরা ভগবদ্গীতার বাণী আমার ভক্তদের কাছে প্রচার করেন, তাঁরা আমার সব চাইতে প্রিয়। আমার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তার থেকে শ্রেষ্ঠতর আর কোন পূজা নেই।” এই জড় জগতে বিভিন্ন প্রকার কল্যাণকর কার্য রয়েছে, কিন্তু পরম কল্যাণকর কার্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচার। অন্যান্য সমস্ত কল্যাণকর কার্য চরমে ফলপ্রসূ হতে পারে না, কারণ প্রকৃতির নিয়মে কর্মের ফল প্রতিহত করা যায় না। দৈববশত বা কর্মের ফলে জীবকে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করতে হয়। যেমন, কেউ যদি আদালতের আদেশ প্রাপ্ত হয়, তা হলে তার ফলে তার লাভ হোক অথবা ক্ষতি হোক, তাকে সেই আদেশ মেনে নিতেই হয়। তেমনই, সকলেই কর্ম এবং তার ফলের অধীন। কেউই তার পরিবর্তন করতে পারে না। তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো

ন লভ্যতে যদ্ ভ্রমতামুপর্যধঃ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১/৫/১৮)

কর্মের ফলস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডের উপরে এবং নিচে ভ্রমণ করে যা কখনও লাভ হয় না, সেই উদ্দেশ্যে মানুষের প্রয়াস করা কর্তব্য। সেটি কি? সেটি হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার অমৃত। কেউ যদি সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনার অমৃত প্রচার করার চেষ্টা করেন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণকর কার্য অনুষ্ঠান করছেন। ভগবান আপনা হতেই তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। ভগবান যদি তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন, তা হলে তাঁর অপ্রাপ্য কি থাকতে পারে? ভগবান যদি কাউকে অঙ্গীকার করেন, তা হলে ভগবানের কাছে কিছু না চাইলেও সর্বান্তর্যামী ভগবান তাঁকে তাঁর যা কিছু প্রয়োজন তাই সরবরাহ করেন। সেই কথা ভগবদ্গীতাতেও প্রতিপন্ন হয়েছে (তেষাং নিত্য্যভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্)। পুনরায় সেই কথা এখানে বলা হয়েছে, তপ্যন্তে লোকতাপেন সাধবঃ প্রায়শো জনাঃ। সর্বশ্রেষ্ঠ পরোপকারের কার্য হচ্ছে মানুষকে কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নীত করা, কারণ কৃষ্ণভক্তির অভাবের ফলে বদ্ধ জীব দুঃখকষ্ট ভোগ করছে। মানুষের সেই দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধনের জন্য ভগবানও স্বয়ং আসেন।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

“হে ভারত, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই। সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং অসাধুর বিনাশ করার জন্য ও ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি স্বয়ং যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।” (ভগবদ্গীতা ৪/৭-৮) তাই সমস্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচার করাই এই জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণকর কার্য। তার ফলে জনসাধারণের চরম কল্যাণ সাধিত হয়, এবং ভগবান তাঁর ভক্তের এই সেবার জন্য তাঁকে অচিরেই স্বীকৃতি প্রদান করেন।

শ্লোক ৪৫

নিশম্য কর্ম তচ্ছস্তোদেবদেবস্য মীড়ুষঃ ।

প্রজা দাক্ষায়ণী ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠশ্চ শশংসিরে ॥ ৪৫ ॥

নিশম্য—শ্রবণ করে; কর্ম—কার্য; তৎ—সেই; শস্তোঃ—শিবের; দেব-দেবস্য—যিনি দেবতাদেরও পূজ্য; মীড়ুষঃ—যিনি জনসাধারণকে মহা বর প্রদান করেন;

প্রজাঃ—সর্বলোক; দাম্ভায়ণী—দম্ভকন্যা ভবানী; ব্রহ্মা—ব্রহ্মা; বৈকুণ্ঠঃ চ—ভগবান শ্রীবিষ্ণুও; শশংসিরে—অত্যন্ত প্রশংসা করেছিলেন।

অনুবাদ

এই কার্যের কথা শ্রবণ করে, দম্ভকন্যা ভবানী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং সমস্ত প্রজাগণ দেবতাদেরও পূজ্য এবং জনগণকে বর প্রদাতা শিবের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

শ্লোক ৪৬

প্রস্কন্নং পিবতঃ পাণেৰ্যং কিঞ্চিজ্জগৃহঃ স্ম তৎ ।

বৃশ্চিকাহিবিশৌষধ্যো দন্দশূকাশ্চ যেহপরে ॥ ৪৬ ॥

প্রস্কন্নম্—ইতস্তত স্থলিত; পিবতঃ—শিবের পান করার সময়; পাণেঃ—তাঁর হাত থেকে; যৎ—যা; কিঞ্চিৎ—অতি অল্প; জগৃহঃ—পান করেছিল; স্ম—বস্তুতপক্ষে; তৎ—তা; বৃশ্চিক—বৃশ্চিক; অহি—সর্প; বিষ-ঔষধ্যঃ—বিষময় লতা; দন্দশূকাঃ চ—যাদের দংশন বিষময়; যে—যারা; অপরে—অন্য জীবেরা।

অনুবাদ

বিষ পান করার সময় শিবের হাত থেকে যে একটু বিষ পড়ে গিয়েছিল তা বৃশ্চিক, সর্প, বিষময় ঔষধি এবং অন্য যে সমস্ত প্রাণীদের দংশন বিষময়, তারা পান করেছিল।

তাৎপর্য

মশা, শৃগাল, কুকুর এবং অন্যান্য যে সমস্ত দন্দশূক, অর্থাৎ যে সমস্ত প্রাণীর দংশন বিষময়, তারা সমুদ্র-মহুনোখিত বিষ পান করেছিল, যেহেতু মহাদেবের হাত থেকে তা পতিত হয়েছিল বলে তারা তা লাভ করতে পেরেছিল।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের 'বিষপান করে শিবের ব্রহ্মাও রক্ষা' নামক সপ্তম অধ্যায়ের ভক্তিবাদান্ত তাৎপর্য।